প্রশ্ন- ২১ ঃ ইবনে সাম্‌ছ ২১ নং দাবী করেছে *"বিয়ের আগে বর কনের গায়ে হলুদ দেবার প্রচলিত প্রথা ইসলামী শরিয়তসম্মত নয়"।* -তার একথার যথার্থতা কতটুকু?

ফতোয়া ঃ গায়ে হলুদ দেয়া বাংলাদেশের প্রথা। কোন দেশের প্রথা বা রেওয়াজ যদি শরীয়তের মৌলিক নীতির পরিপন্থী না হয়- তাহলে নিঃসন্দেহে জায়েয। কেননা, শরিয়ত নির্দ্দিষ্ট করে কোন জিনিসকে হারাম না করা পর্যন্ত উহা মোবাহ্ বলে গণ্য হয়। বিয়ের আগে বর-কনের গায়ে হলুদ দেয়ার প্রচলিত প্রথাটিও তদ্রুপ। তবে, গায়ে হলুদ দেয়ার অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে ঐ কাজটি শুধু নাজায়েয হবে- মূল প্রথাটি নাজায়েয হবেনা। যেমন- বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে বিবাহ নাজায়েয হবেনা- শুধু ঐ কাজগুলি নাজায়েয হবে। মাযার যিয়ারতের সময় নারীপুরুষ একত্রিত হলে ঐ কাজটিই শুধু নাজায়েয হবে। কিন্তু মূলকাজ যিয়ারত নাজায়েয হবেনা। এই সুক্ষ্ম বিষয়টি বিবেচনা না করে বিবাহে গায়ে হলুদ দেয়ার প্রথাকে নাজায়েয বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। বিভিন্ন দেশের বিবাহ্-শাদীতে দেশীয় কিছু প্রথা পালন করা হয়। ইবনে সামছ্ কোন ব্যাখ্যা না করে গায়ে হলুদের প্রচলিত প্রথাকে ইসলাম সম্মত নয় বলে দাবী করে অন্যায় করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়মে গায়ে হলুদ মাখে এবং গোসল করায়। আবার শহরে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান অন্য রকমে হয়- যা আপত্তিজনক। তাই বলে সব অনুষ্ঠানকে গয়রহ নাজায়েয বলা অনুচিত। হানাফী মাযহাবে উরফ এবং শাফেয়ী মাযহাবে আদতকে বাংলা ভাষায় "প্রথা" বলা হয়। উভয় মাযহাবে ইহা বৈধ বলে গণ্য। দেখুন– শামী মোকদ্দমা। কোন প্রথাকে হারাম বলতে হলে অকাট্য দলীল লাগবে।